বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেনের মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন

সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন মেহেরপুর পরিদর্শন ও আদালত মনিটরিং করেছেন।

আজ মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর সার্কিট হাউসে এসে পৌঁছান। এসময় মেহেরপুর জেলা পুলিশের একটি দল গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে বিচিরপতি মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন মেহেরপুর আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা, আলোচনা ও জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সাথে আলোচনা ও আদালত পরিদর্শন করেন।

এসময় মেহেরপুর জেলা জজ মোহাম্মদ ওয়ালিউল ইসলাম, জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক তহিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ্বাস, চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শিরিন নাহার, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ১ম আদালতের বিচারক হেলাল উদ্দিন, যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক এইচ এম কবির হোসেন, মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, জেলা তথ্য অফিসার আবদুল্লাহ আল মামুন উপস্থিত ছিলেন।

বিকেলে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন বিচারপতি। এরপর জেলা আইনজীবী সমিতির কার্যকরি কমিটির সদস্যগণের সাথে আলোচনা করেন।

গাংনীর কাথুলীতে টিসিবির পণ্য বিক্রি

গাংনীর কাথুলীতে টিসিবির পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টার সময় গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের কুতুবপুর সরকারি প্রাথমিক

বিদ্যালয়ে ৪৬০টাকার বিনিমযয়ে ২ কেজি সয়াবিন তেল, ২ কেজি মসুরের ডাল, ২ কেজি চিনি ১০৫০ জনের মধ্যে বিক্রয় করা হয়েছে।

এসময় কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ মিজানুর রহমান রানা ও ট্যাগ অফিসার হিসেবে গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহবুব আলম মন্টু উপস্থিত ছিলেন । এছাড়া কাথুলী ইউনিয়ন শাখার কৃষক লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান, ২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর আবু হানিফ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

কাথুলী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যেগে সারা বাংলাদেশ ব্যাপি সল্প মুল্যে পণ্য বিক্রয় করছে টিসিবি। সেই ধারাবাহিকতায় কাথুলী ইউনিয়নের ও অসহায় গরীব দুঃখী মানুষের মাঝে টিসিবি পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম চলমান। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে উদ্যোগ এই উদ্যোগ আমাদের সফলতা বয়ে আনবে এবং আমরাও শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সর্বদা প্রস্তুত রযেছি।

ইটের দাম আকাশ চুম্বী ॥ প্রশাসন নীরব

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ইটভাটায় প্রতিদিন গড়ে ১০হাজার মন জ্বালানী কাঠ পোড়ানো হচ্ছে। ইটভাটার কালো ধোঁয়ায় এলাকার পরিবেশ দূষিত হচ্ছে । ছড়াচ্ছে বিভিন্ন রোগবালাই । এতে পরিবেশ যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনি নষ্ট হচ্ছে আবাদী জমি, উজাড় হচ্ছে গাছ পালা, ভারসাম্য হারাচ্ছে প্রকৃতি। পরিবেশ অধিদপ্তর মাস তিনেক আগে কয়েকটি ইটভাটায় অভিযান চালায়। এর পর আর তাদের দেখা মেলেনি। অভিযানের পর ভাটা চালু থাকলেও এর প্রভাব পড়েছে ভোক্তাদের উপর। ইটের দাম বেড়ে হয়েছে প্রায় দেড়গুন। ইটের পরিমাপ দৈর্ঘ প্রস্থ্য নিয়েও রয়েছে নানা অভিযোগ। তবে ক্রেতা ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ কর্মকর্তাদের কোন কার্যক্রম চোখে পড়ার মতো নেই।

প্রাপ্ত তথ্যমতে গাংনী উপজেলায় মোট ৩৮ টি ইটভাটা রয়েছে। যার

একটিরও কোন অনুমোদন নেই। প্রভাবশালী ব্যক্তিরা প্রশাসনের অনুমতি না নিয়ে ক্ষমতার জোরে ইটভাটা তৈরী করেছে। সচেতন মহলের অভিযোগ, যেখানে সেখানে ইটভাটা তৈরী হওয়ায় আবাদী জমিগুলো নষ্ট হচ্ছে। একটি ইটভাটা তৈরী করতে কমপক্ষে ৭/৮ একর জমির প্রয়োজন হয়। অনেক সময় মাটির প্রয়োজন হলে এলাকার লোকজনের কাছ থেকে আবাদি জমির উপরের এক থেকে দেড়ফুট মাটি কেটে ইট তৈরী করে। এতে ফসলী জমির উর্বরা শক্তি নষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, ইটভাটার নির্গত কালো ধোয়ায় এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে ও আশপাশের আবাদি জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে। কোন ইটভাটায় অনুমতিপত্রের শর্তনুযায়ী কয়লা ব্যবহার করা হয় না । ব্যবহার করা হচ্ছে কাঠ। বিশেষ করে ফলজ ও বনজ বৃক্ষ ছাড়াও বাঁশের মোথা ব্যবহারের ফলে বাঁশঝাড় উজাড় হচ্ছে। বেশ কয়েকটি ভাটায় স্থাপন করা হয়েছে অস্থায়ী কাঠ ফাড়ায় করা (স’) মিল।
ইটপোড়ানো নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৮৯ ও ২০০১ সনের ১৭ নং অনুচ্ছেদের ৪ ও ৫ ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে, আবাদি জমিতে কোন ইটভাটা তৈরী করা যাবেনা। এছাড়াও কাঠ পোড়ানো যাবেনা। অথচ সকল ইটভাটায় কয়লার বদলে কাঠ ব্যবহার করা হচ্ছে। মাঝে মধ্যে প্রশাসনের লোকজন জরিমানা আদায় করলেও ইটভাটা বন্ধ করেনা। ফলে প্রভাবশালীরা প্রতি বছর নতুন নতুন ইটভাটা তৈরী করছে। স্থানীয়রা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানায়, প্রতি বছর পরিবশে অধিদপ্তর ও ভাটামালিকদের যোগসাজসে নাম মাত্র অভিযান চালানো হয়। পরে আবার সব ভাটায় চালু থাকে। যে কয়েকটি ভাটায় জরিমানা করা হয় সেই জরিমানার টাকা সব ভাটার ওপর সমান ভাগে ভাগ করে দেয় মালিক সমিতি।

সদর উপজেলার রামদাসপুর গ্রামের ইটভাটা মালিক নজরুল ইসলাম জানান, আমরা ভ্যাট দিচ্ছি ও বিভিন্ন ফান্ডে টাকা দিচ্ছি কিন্তু অনুমোদন মিলছেনা। আমাদের ভাটা যদি অবৈধ হয় তাহলে ভ্যাট অফিস রশিদ দিয়ে টাকা আদায় করছেন কিভাবে।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার রেজা জানান, ইটভাটায় নির্গত কালো ধোয়ায় মানুষের শ্বাসকষ্ট, হাপানি, ক্যান্সারসহ নানা রোগের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অতিরিক্ত কার্বণ-ডাই অক্সাইডের কারণে ফসল ও এলাকার পরিবেশ নষ্ট হয়।অনতি বিলম্বে পরিবেশ রক্ষায় প্রশাসনিক পদক্ষেপ জরুরী।

ক্রেতারা জানান, মাস তিনেক আগে পরিবেশ অধিদপ্তর অভিযান চালানোর সময় এক নম্বর ইটের দাম ছিল প্রতি হাজার ১৪ হাজার টাকা। বর্তমানে দাম বেড়ে দাড়িয়েছে ১৮ হাজার টাকা। অভিযানের পরপরই দাম বেড়ে গেছে। ৬টি ইটভাটায় অভিযান জালিয়ে জরিমানা করেছেন পরিবেশ অধিদপ্তর।

পরিবেশ অধিদপ্তরের অভিযান অব্যাহত থাকার কথা থাকলেও অদ্যবধি আর কোনো অভিযান হয়নি। ফলে অভিযান নিয়েও বিতর্ক তুলছেন বিভিন্ন মহল। অভিযানঅভিযানের পর আর কোন অভিযান পরিচালিত হয়নি। অজ্ঞাত কারণে থমকে গেছে।
একটি সুত্র জানায়, প্রতি বছরই ইটভাটা মালিকদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা উত্তোলন করেন মালিক সমিতি। এ টাকা দিয়েই সব দপ্তরকে ম্যানেজ করতে হয়। এদিকে ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি এনামুল হক জানান, জেলা প্রশাসকের দপ্তরে আবেদন জানানো হয়েছে কিন্তু অনুমোদন মেলেনি। সব জায়গাতে কথা বলে ম্যানেজ করেই ইটভাটা চালানো হয়। কাকে কিভাবে ম্যানেজ করেন তা জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন তিনি।

কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক আতাউর রহমান জানান, অভিযানের জন্য একজন ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজন হয়। এর জন্য জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের কাছে ম্যাজিস্ট্রেট চেয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়া গেলে অভিযান চালানো হবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খামন বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে আমার কাছে আবেদন করেনি। আবেদন পেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন লাঞ্ছিতের ঘটনা টক অফ দি টাউন

কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সামনে গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন লাঞ্ছিতের ঘটনা ছিল টক অফ দি গাংনী উপজেলার খবরে পরিণত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল থেকে সারাদিন ব্যাপি চায়ের দোকান, বিভিন্ন মহল ও রাজনৈতিক অঙ্গণে ছিল আলোচনা ও সমালোচনার ঝড়।

একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক অঙ্গণসহ বোদ্ধামহলে। ঘোষণা করা হয়েছে উপজেলা আওয়ামী লীগের কমিটি গঠণের কাউন্সিল। তাহলে সহযোগী সংগঠণ যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন এত উদগ্রীব কেনো? তার আগের বিভিন্ন বিতর্কিত কর্মকান্ডেরও হিসেব নিকেশ কষছেন রাজনৈতিক মহলের নেতৃবৃন্দ।

তবে তাকে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সামনে দফায় দফায় লাঞ্ছিতের ঘটনায় কেউ কেউ সমালোচনা করেছেন। তবে এঘটনায় মোশাররফ হোসেন বিষয়টিকে এড়িয়ে গেছেন বলেও দাবী করেছেন।

গত রোববার সকাল ১১ টার দিকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সামনে মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করায় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় নেতাদের সামনেই গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেনকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। পরে আবারও দ্বিতীয় দফায় রুমের বাইরে এনে লাঞ্ছিত করেন।

মেহেরপুর সার্কিট হাউজে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের খুলনা বিভাগী সাংগাঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হকের সামনে এ লাঞ্ছিতের ঘটনা ঘটে।

দলীয় সূত্র দাবী করেছে, রবিবার সকালে সার্কিট হাউজ মিলনায়তনে শুরু হওয়া আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হকের সামনে গিয়ে যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ হোসেন সেবার সামনে মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামানকে রাজাকারের ছেলে উল্লেখ করে প্রশ্ন করেন সে কিভাবে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হবে? এধরণের মন্তব্য করার সাথে সাথে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রথমে মোশাররফের এ ধরনের আপত্তিকর মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন।

এসময় মোশাররফ হোসেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফার উপর ক্ষিপ্ত হলে উপস্থিত বিভিন্ন ওয়ার্ডের নেতা কর্মীরা মোশাররফ হোসেনের উপর কিল ঘুঁষি ও লাথি মারতে শুরু করেন।

এসময় কেন্দ্রীয় নেতা বি এম মোজাম্মেল হকের প্রচেষ্টায় সে দফায় রক্ষা পেলেও বাইরে এসে আবারও দ্বিতীয় দফায় মারপিট শুরু করে নেতা কর্মীরা।

এসময় মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রসুল, সাবেক জেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক এডভোকেট মিয়াজান আলী, ও শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম সহ জেলার বিভিন্ন ইউনিট আওয়ামী লীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকগন উপস্থিত ছিলেন।

এব্যাপারে গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা বলেছেন, মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন বানের জলে আওয়ামী লীগের ভেসে আসেনি। সাহিদুজ্জামান খোকন ছাত্রজীবন থেকেই ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও ১৮ বছর ধরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।

আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে মনোনয়ন দিয়ে গাংনীর এমপি বানিয়েছেন। তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ আজ রাজনৈতিকভাবে সফল হয়েছে।

৩৪ বছর পর এই আসনটি নৌকার বিজয় এনে দিয়েছে। তাছাড়া এটা মুল সংগঠণের কমিটি গঠণ নিয়ে স্থানীয় নেতা কর্মীদের সাথে মত বিনিময় করছিলেন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

সেখানে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠণ যুবলীগের উপজেলা শাখার সভাপতি মোশাররফ হোসেনের যাওয়ার অনুমতিই নেই। তারপরেও সেখানে অবৈধ অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সমন্ধে আপত্তিকর কথা বলায় তাকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক নজরুল ইসলাম বলেছেন, মোশাররফ হোসেনের নিজেই তো সব সময় আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। সে কখনোই নৌকা মার্কায় ভোট দেননি।

প্রতিবারই নৌকার বিরুদ্ধে স্বতন্দ্র প্রার্থীর পক্ষে ভোট করেছেন মোশাররফ হোসেন। জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনে সে প্রতিবারই স্বতন্ত্র প্রার্থী মকবুল হোসেনের পক্ষে, উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে নৌকার বিপক্ষে স্বতন্ত্র প্রার্থী মজিরুল ইসলামের পক্ষে ও সব শেষ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত নৌকার প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী আনোয়ার পাশার পক্ষে ভোট করেছেন। সে আওয়ামী লীগের উপজেলা সভাপতি ও স্থানীয় সাংসদের বিরুদ্ধে এসব কথা বলে কোন সাহসে।

ধানখোলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলী আজগর বলেছেন, রাজনৈতিক অঙ্গণে মোশাররফ হোসেন একজন খলনায়ক। আওয়ামী লীগের মতবিনিময় সভায় যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ হোসেন থাকতে পারেন না।

সে আওয়ামী লীগের মনোনীত এমপিকে আপত্তিকর কথা বলতেও পারেন না। তিনি বলেন, তার আপত্তিকর কথার জন্য সার্কিট হাইজেই দুই দফা মারধর করেছে স্থানীয় নেতা কর্মীরা।

তবে ঘটনার সময় জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক জানান, আমি ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন এক সাথেই আছি।

লাঞ্ছিতের ঘটনায় গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন বলেছেন, এব্যাপারে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাইনা। আমার কোনো অভিযোগও নেই।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেনকে গাংনীর বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজের ম্যানেজিং কমিটির বিরোধ নিয়ে বামন্দী বাসস্ট্যান্ডে প্রচন্ড হামলা করে একটি হাত ভেঙ্গে দিয়েছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান রাশেদুল হক জুয়েলের নেতৃত্বে একদল মানুষ।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ ১৮ বছর পর গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলের তারিখ ছিল গত ২০ মার্চ। অজ্ঞাত কারণে ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল বন্ধ ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ।

পরে ২১ মার্চ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগাঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হকসহ নেতা কর্মীরা স্থানীয় কোন্দল মিমাংসার জন্য মেহেরপুর সার্কিট হাউজে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন।

মতবিনিময় সভাশেষে আগামী ১০ এপ্রিল গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করেন।

মেহেরপুরের বারাদীতে ব্র্যাকের উদ্যোগে চারা বিতরণ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের এক বছর পরেই ব্র্যাকের জন্ম। এর লক্ষ্য ছিল সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষের উন্নয়ন। বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক ৫০ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়নের মডেল হিসেবে বিশ্বের স্বীকৃতি পেয়েছে।

এই অগ্রগতির সঙ্গে সব সময় থাকবে ব্রাক। দেশের সীমা ছাড়িয়ে এখন বিশ্বের নানা প্রান্তে এই সংগঠনের কাজ ছড়িয়ে গেছে। নানামুখী কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্বের দশটি দেশের মানুষের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

সাত বছর ধরে বিশ্বের শীর্ষ এনজিওর স্বীকৃতিও অর্জন করেছে সংস্থাটি। ব্রাকের ৫০ বছর পূর্তিতে সোমবার মেহেরপুর সদরের বারাদী শাখায় দিনব্যাপী মতবিনিময় সভা ও সদস্যদের মাঝে ফলজ চারা বিতরণ করা হয়েছে।

বারাদী শাখার ব্যবস্থাপক(দাবী) শাহাদাৎ হোসেন বলেন, ব্র্যাকের ৫০ বছর পুর্তিতে ৫০ জন সদস্যকে একটি করে আম ও একটি মাল্টা গাছ বিতরণ করা হয়েছে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন এসসিডিপি সাইদুর রহমান, সিও (প্রগতি) আজিজুর রহমান সহ শাখার অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

ছহিউদ্দিন বিশ্বাসের ৩২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক সংখ্যা প্রকাশ

মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, মেহেরপুর আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা স্বাধীনতা পদক প্রাপ্ত মরহুম

ছহিউদ্দিন বিশ্বাসের ৩২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক সংখ্যা প্রকাশ, স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকালে ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

সহকারি অধ্যাপক ফররুখ আহম্মেদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, সহকারি অধ্যাপক মাসুদ রেজা।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। এসময় উপস্থিত ছিলেন, ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ একরামুল আজিম, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক, সহিদ সাদেক হোসেন বাবুল, নাসের আহম্মেদ সহ কলেজের শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, আওয়ামী লীগ,যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, ১৯২৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম ইয়াকুব হোসেন বিশ্বাস। দেশ বিভাগের পরপরই ছহিউদ্দিন বিশ্বাস মেহেরপুরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

তিনি ষাটের দশকে মেহেরপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ছয় দফা আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে তিনি ১৯৭০ সালে মেহেরপুর থেকে তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম সংগঠক হিসেবে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

১৯৭৩ সালে তিনি বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচিত হন। এবং ১৯৭৫ সালে মেহেরপুর জেলার গর্ভণর নিযুক্ত হন।

১৯৯০ সালের আজকের এই দিনে ছহিউদ্দিন বিশ্বাস মৃত্যুবরণ করেন।

মুজিবনগরে জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ পালন এর উদ্বোধন

“মুজিব বর্ষে স্বাস্থ্য খাত এগিয়ে যাবে অনেক ধাপ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে| ২০ মার্চ ২০২২ থেকে “জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহ”পালন উপলক্ষ্যে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার বেলা সাড়ে ১০ টার সময় মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স আয়োজনে এবং ঢাকা মহাখালী স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ফাইলেরিয়াসিস নির্মল,কৃমি নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষুদে ডাক্তার কার্যক্রম এর রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার বাস্তবায়নে, মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হলরুমে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহি অফিসার সুজন সরকার বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইজহারুল ইসলাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও ডা: মাহমুদুর রহমান এমওডিসি ডা: আবু সাঈদ স্বাস্থ্য পরিদর্শক ইনচার্জ আব্দুল হাই, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাজী আহসান আলী খান, সহকারি প্রধান শিক্ষক আলিফ সহ মুজিবনগর সরকারের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বৃন্দ। স্কুলের শিক্ষার্থীদের কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানোর মধ্য দিয়েজাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ সপ্তাহের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি জেলা নির্বাহী অফিসার সুজন সরকার।

মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান এই ১ সপ্তাহে উপজেলায় ৫ থেকে ১৬ বছর বয়সি ২৩৫১২জনকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে টিসিবির পণ্য বিক্রয় শুরু

আসন্ন পবিত্র রমজান উপলক্ষে সরকার সমগ্র বাংলাদেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে নিম্ন আয়ের ০১(এক) কোটি পরিবারের নিকট রমজান শুরুর আগে ও রমজানের মাঝামাঝি মোট ০২ (দুই) বার টিসিবির পণ্যসামগ্রী ভর্তুকি মূল্যে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় ও তা ট্যাগ অফিসারের মাধ্যমে তদারকীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সরকার। উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশের ন্যয় মুজিবনগর উপজেলায় নিম্ন আয়ের মানুষের নিকট ভর্তুকি মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রয় কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

রবিবার সকাল দশটা থেকে প্রথম পর্যায়ের দারিয়াপুর ইউনিয়নের গোপীনাথপুর ফুটবল খেলার মাঠের ভর্তুকি মূল্যে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রয় শুরু হয়। ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে উপজেলার ৮১৮২জন নিম্নআয়ের মানুষ পাবেন টিসিবির পণ্য।রবিবার সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত দারিয়াপুর ইউনিয়নের গোপীনাথপুর খেলার মাঠ ও দারিয়াপুর খেলার মাঠে ইউনিয়নের ১৬৩৬ জন নিম্নআয়ের মানুষের মাঝে ৬৫ টাকা কেজি দামে ডাল ৫৫ টাকা কেজি দামে চিনি এবং ১১০ টাকা লিটার দামে পন্য সামগ্রী বিক্রয় করবে টিসিবি ডিলার মেসার্স সাঈদ আনোয়ার ট্রেডার্স।

পর্যায় ক্রমে বুধবার মোনাখালি ইউনিয়নের ১৬৩৬জনের মাঝে মোনাখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ এবং ভবানীপুর ফুটবল খেলার মাঠে টিসিবি ডিলার সাগর ট্রেডার্স।

মঙ্গলবার বাগোয়ান ইউনিয়ন এর ৩২৭৪ জনের মাঝে মুজিবনগর আম্রকানন মাধ্যমিক বিদ্যালয় বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয় জয়পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে টিসিবি ডিলার মেসার্স জাহাঙ্গীর টেডার্স টিসিবির পণ্য বিক্রি করবে।সোমবার মহাজনপুর

ইউনিয়নের ১৬৩৬ জনের মাঝে, মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদ, মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও যতারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে টিসিবি ডিলার মেসার্স জাহাঙ্গীর টেডার্স টিসিবি পণ্য বিক্রয় করবে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহি অফিসার সুজন সরকার বলেন, নিম্নআয়ের মানুষের মাঝে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে ভর্তুকি মূল্যে উপজেলার ৪ ইউনিয়নে ৮১৮২ জনের মাঝে পর্যায়ক্রমে টিসিবির পণ্য বিক্রয় করা হবে। তার তদারকির জন্য উপজেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের ট্যাগ অফিসার হিসাবে নিয়োগ দিয়েছে। তারা টিসিবির পণ্য সুষ্ঠুভাবে বিক্রয় হচ্ছে কিনা সেই বিষয়টি মনিটরিং করবে।

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগসহ চার ইউনিটের সম্মেলন এপ্রিলে

আগামী ৯ এপ্রিল মেহেরপুর, ১০ এপ্রিল গাংনী উপজেলা, ১৮ এপ্রিল মেহেরপুর পৌর এবং ১৯ এপ্রিল মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

আজ রবিবার মেহেরপুর সার্কিট হাউস মিলনায়তনে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে বৈঠক শেষ কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক এ সিদ্ধান্ত জানান।

তিনি জানান, আওয়ামী লীগকে সুসংহত করতে ঐক্যবদ্ধতার বিকল্প নেই। দলীয় কোন্দল, গ্রুপিং ও বিভেদ ভুলে গিয়ে দলকে সুসংগঠিত করতে হবে।

বৈঠকে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য পারভিন জামান কল্পনা, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন, সাবেক সংসদ সদস্য প্রফেসর আব্দুল মান্নান, সাবেক সংসদ সদস্য সেলিনা আক্তার

বানু, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. ইব্রাহীম শাহিন, সদস্য অ্যাড. আব্দুস সালাম, আসলাম শিহির, সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান, সদর উপজেলা সভাপতি গোলাম রসুল, সাধারণ সম্পাদক বোরহান উদ্দিন চুন্নু, মুজিবনগর উপজেলা সভাপতি জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস, মেহেরপুর পৌর সভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফজুর রহমান রিটন, গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী, জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশানসহ আওয়ামীলীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, গতকাল ১৯ মার্চ মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ, আজ গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ, আগামীকাল সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ ও ২২ মার্চ মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। সম্মেলনকে ঘিরে সকল প্রস্তুতিও সম্পন্ন করছিলো ইউনিটগুলো। মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড সম্মেলনকে কোন্দল ও পাল্টা পাল্টি কমিটি করায় সকল সম্মেলন স্থগিত করে দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক। এবং গতকাল ১৯ মার্চ রাতে বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ছিলো। তার অংশ হিসেবে গতকাল রাতে জেলার নেতাদের সাথে বৈঠকে বসেন তিনি।

মেহেরপুরে টিসিবির পণ্য বিক্রয়ের উদ্বোধন

মেহেরপুরে ভর্তুকি মূল্যে ৬৬ হাজার ৭৬৩ পরিবারের মাধ্যে কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রয়ের উদ্বোধন করেছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

রবিবার সকালে মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে একজন কার্ডধারীর হাতে টিসিবি পণ্য তুলে দিয়ে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জলা প্রশাসক ড.মুহাম্মদ মুনসুর আলম খান, পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাজমুল

হুদা, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন প্রমুখ উপস্থিত ছিলৈন।

মেহেরপুর জেলায় ভর্তুকি মূল্যে ৬৬ হাজার ৭৬৩ পরিবারের মাঝে কার্ডের মাধ্যমে টিসিবি পণ্য বিক্রয় করা হবে । কার্ডধারীরা এক পর্বে ২ লিটার সয়াবিন তেল, ২কেজি মশুর ডাল, ২ কেজি চিনি ক্রয় করতে পারবেন ।